এমএসএস খবর

আগস্ট, ২০২৪ সংখ্যা

আর্থসামাজিক উন্নয়নে সাফল্যের ৫০ বছর ১৯৭৪-২০২৪

MSS
Working for the People

বন্যার্তদের সহায়তায় একদিনের বেতন দিলেন এমএসএস এর কর্মীরা

বন্যাকবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে একদিনের বেতন প্রদান করেছেন মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

গত ২৮ আগস্ট এমএসএস এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একদিনের বেতনের সমপরিমাণ ১১ লাখ ৮৮ হাজার ৮০৪ টাকা বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যান তহবিলে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে এমএসএস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান বলেন, "গত কয়েক দিনে দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা খুবই মানবেতর জীবনযাপন করছে। দেশের দুর্যোগময় এই পরিস্থিতিতে বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলেই কেবল এমন দুর্যোগ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো।"

এসময় যেকোনো দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সাধারন মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এমএসএস এর নির্বাহী পরিচালক।

গর্ভবতী মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা শীর্ষক সেমিনার

এমএসএস পরিচালিত মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পের আওতায় গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের যত্ন এবং নবজাতক শিশুর স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২০ আগস্ট ঠাকুরগাঁও জেলায় অবস্থিত সফিউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন হাসপাতালে ২৭ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন অত্র হাসপাতালে কর্মরত ডাঃ জান্নাতুন ফেরদৌস নিতু ও ডাঃ ফারজানা আলম। সেমিনারে গর্ভবতী মায়ের খাবার, গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন বিপদ লক্ষণ, নিরাপদ প্রসব, নবজাতকের যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও ফ্রি চেক-আপের ব্যবস্থা করা হয়।

এসময় ডাঃ জান্নাতুন ফেরদৌস নিতু বলেন, "বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ মায়েরা পুষ্টি ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাবে প্রিম্যাচিউর বাচ্চার জন্ম দেয়। ফলে পরবর্তীতে বাচ্চাগুলো নানাবিধ স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। সেমিনারের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করেছি, মায়েদের নিজ ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করতে।"

এসময় অংশগ্রহণকারীরা সেমিনারের সুফল উল্লেখ করে নিয়মিত এ ধরণের আয়োজনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মশালা

ঢাকার রায়ের বাজার ও চাঁদ উদ্যান এলাকায় এমএসএস কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৫ আগস্ট ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট ট্রেইনিং সভা কক্ষে ৪৩ জন কিশোর-কিশোরীর অংশগ্রহণে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারনা প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব এবং সুন্দর পরিবেশ পেতে আমাদের করনীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অংশগ্রহণকারীরা জানান, "পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে এ ধরণের প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন প্রভাব ফেলছে।"

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে কর্ম এলাকার আশেপাশে পরিবেশ সুন্দর রাখতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ছাগল পালনে শিরিনা খাতুনের পরিচিতি লাভ

শিরিনা খাতুনের পরিবারে অভাব-অনটন তেমন ছিল না। তার স্বামী পেশায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। তবে নাটোর সদর উপজেলার পাইকপাড়া ইউনিয়নের এ বাসিন্দা খুব করে চাইতেন যেন তার নিজের একটা পরিচিতি তৈরি হয়। এমএসএস এর ঋণ সহায়তায় ছাগল পালন করে নিজের সেই ইচ্ছা পূরণ করেছেন এই গৃহিণী।

শিরিনা খাতুনের খামারে বর্তমানে দেশি প্রজাতির পাশাপাশি রয়েছে বিদেশী ছাগল। পরিবারের আয় পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বামী মোঃ আব্দুল ওয়ারিশও খুশি। সকল খরচ বাদে ছাগলের খামার থেকে শিরিনা খাতুনের মাসিক আয় প্রায় ৪০ হাজার টাকা। ছাগল ব্যবসার লাভের অর্থ দিয়ে ইতোমধ্যে নিজস্ব বাড়ি মেরামত করার পাশাপাশি সঞ্চয়ও করছেন তিনি।

এমএসএস এর ১০ নং জোনের ৩৬ নং এরিয়ার ১৪০ নং শাখার এই সদস্য জানান, "শিক্ষিত হয়েও ছাগল পালন করাকে অনেকেই প্রথম দিকে ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, পরবর্তীতে আমার সফলতা দেখে তারাও ছাগল পালন শুরু করেছেন। আমাদের দেশে ছাগলের মাংসের চাহিদা যেমন রয়েছে, তেমনই বাজারে সন্তোষজনক দামও পাওয়া যায়। তাই এ ব্যবসা খুবই লাভজনক।"

এমএসএস এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শিরিনা খাতুন বলেন, "প্রতিনিয়তই আমার খামার বড় হচ্ছে। প্রয়োজনের সময় হাতে টাকা ছিল না। এমএসএস সেসময় আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে খামার সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনে আমি তাদের কাছেই সহায়তা চাইবো"

উল্লেখ্য, মানবিক সাহায্য সংস্থার মহিলা ঋণদান কর্মসূচির অধীনে বর্তমানে ১৫৪,৩৮৫ জন সক্রিয় সদস্য রয়েছে। যার মাঝে ঋণী সদস্যের সংখ্যা ১১৯,৮৪৬ জন।

প্রকাশনায় ঃ মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট- এমএসএস
সেল সেন্টার (তয় তলা), ২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০২০৯২১, ৪১০২০৯২২, ৪১০২০৯২৩
ই-মেইল ঃ info@mssbd.org, mediaunit@mssbd.org